ভারত সরকার

বিধি ও ন্যায় মন্ত্রণালয়

মুসলমান মহিলা (বিবাহবিচ্ছেদজনিত অধিকার রক্ষা) আইন, ১৯৮৬

(১৯৮৬-র ২৫নং আইন)

[১লা আগস্ট, ১৯৮৯ তারিখে যথা-বিদ্যমান]

The Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986.

(Act No. 25 of 1986)

[As on the 1st August, 1989]

ভারত সরকারের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিধি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০১২ কর্তৃক মুদ্রিত।

১৯৮৯

মূল্য—

মুসলমান মহিলা (বিবাহবিচ্ছেদজনিত অধিকার রক্ষা) আইন, ১৯৮৬

১৯৮৬-র ২৫নং আইন

[১লা আগস্ট, ১৯৮৯ তারিখে যথা-বিদ্যমান]

স্বামী দ্বারা বিবাহবিচ্ছিন্না হইয়াছেন বা স্বামীর নিকট হইতে বিবাহবিচ্ছেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন এরূপ মুসলমান মহিলাগণের অধিকার রক্ষা করণার্থ এবং তৎসংশ্লিষ্ট বা তদানুষঙ্গিক বিষয়সমূহের জন্য ব্যবস্থাকরণার্থ আইন।

[১৯শে মে, ১৯৮৬]

ভারত সাধারণতন্ত্রের সপ্তত্রিংশ বর্ষে সংসদ কর্তৃক এতদ্দ্বারা নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল :—

১। (১) এই আইন মুসলমান মহিলা (বিবাহবিচ্ছেদজনিত অধিকার রক্ষা) আইন, ১৯৮৬ নামে অভিহিত হইবে। সংক্ষিপ্ত নাম ও প্রসার।

(২) ইহা জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ব্যতীত সমগ্র ভারতে প্রসারিত হইবে।

২। এই আইনে, প্রসঙ্গত অন্যথা আবশ্যক না হইলে,— সংজ্ঞার্থ।

(ক) "বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলা" বলিতে এমন মুসলমান মহিলা বুঝাইবে যাঁহার মুসলমান বিধিমতে বিবাহ হইয়াছিল এবং যিনি মুসলমান বিধিমতে তাঁহার স্বামীর দ্বারা বিবাহবিচ্ছিন্না হইয়াছেন বা তাঁহার স্বামীর নিকট হইতে বিবাহবিচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ;

(খ) "ইদ্দত সময়সীমা" বলিতে, কোন বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলার ক্ষেত্রে,—

(i) যদি তিনি ঋতুমতী হইতে সমর্থ হন, তাহা হইলে বিবাহ-বিচ্ছেদের তারিখের পর তিনবার ঋতুমতী হইবার সময় বুঝাইবে;

(ii) যদি তিনি ঋতুমতী হইতে সমর্থ না হন, তাহা হইলে বিবাহবিচ্ছেদের তারিখের পর তিন চান্দ্রমাস বুঝাইবে ; এবং

(iii) যদি তিনি তাহার বিবাহবিচ্ছেদের সময় গর্ভবতী থাকেন, তাহা হইলে, বিবাহবিচ্ছেদ হইতে তাঁহার সন্তান প্রসব বা তাঁহার গর্ভমোচন, এই দুইয়ের মধ্যে যাহাই পূর্ববর্তী হইবে সেই পর্যন্ত সময়সীমা বুঝাইবে ;

(গ) "ম্যাজিস্ট্রেট" বলিতে বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলা যে অঞ্চলে বসবাস করেন সেই অঞ্চলে ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯৭৩ অনুযায়ী ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগকারী কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বুঝাইবে ;

১৯৭৪-এর ২।

(ঘ) "বিহিত" বলিতে এই আইন অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা বিহিত বুঝাইবে।

মুসলমান মহিলার ম্যহ্‌র্‌ বা অন্যান্য সম্পত্তি বিবাহবিচ্ছেদের সময় তাঁহাকে প্রদেয় হইবে।

৩। (১) তৎকালে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে যাহাই থাকুক না কেন, কোন বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলা—

(ক) ইদ্দত সময়সীমার মধ্যে তাঁহার পূর্বতন স্বামীকে তাঁহার জন্য যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায্য সংস্থান ও ভরণপোষণ করিতে ও তাহাকে দিতে হইবে, ইহার অধিকারী হইবেন ;

(খ) যেক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদের পূর্বে বা পরে তাঁহার গর্ভজাত সন্তানগণের ভরণপোষণ তিনি নিজেই করিয়া থাকেন সেক্ষেত্রে, ঐ সন্তানগণের যথাক্রমিক জন্ম তারিখ হইতে দুই বৎসরের জন্য তাঁহার পূর্বতন স্বামীকে তাঁহার জন্য যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায্য সংস্থান ও ভরণপোষণ করিতে ও তাঁহাকে দিতে হইবে, ইহার অধিকারী হইবেন ;

(গ) মুসলমান বিধি অনুসারে, তাঁহার বিবাহের সময়ে বা বিবাহ পরবর্তী কোন সময়ে ম্যহ্‌র্‌ বা যৌতুক বাবত যে অর্থাঙ্ক তাঁহাকে প্রদান করা হইবে বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছিল তাহার সম-পরিমাণ অর্থাঙ্কের অধিকারী হইবেন ; এবং

(ঘ) তাঁহার বিবাহের পূর্বে বা বিবাহের সময়ে অথবা তাঁহার বিবাহের পরে তাঁহার আত্মীয়গণ বা বন্ধুগণ অথবা স্বামী বা স্বামীর কোন আত্মীয় বা স্বামীর বন্ধুগণ দ্বারা তাঁহাকে প্রদত্ত সকল সম্পত্তির অধিকারী হইবেন।

(২) যেক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদের পর কোন বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলার জন্য যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায্য সংস্থান ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা না হয় বা তাঁহার প্রাপ্য ম্যহ্‌র্‌ বা যৌতুক বাবত অর্থপরিমাণ তাঁহাকে প্রদান করা না হয় অথবা (১) উপধারার (ঘ) প্রকরণে উল্লিখিত সম্পত্তি তাঁহাকে অর্পণ করা না হয়, সেক্ষেত্রে তিনি বা তাঁহার দ্বারা যথাযথভাবে প্রাধিকৃত যেকেহ, তাঁহার পক্ষে, স্থলবিশেষে, ঐরূপ সংস্থান ও ভরণপোষণ, অথবা ম্যহ্‌র বা যৌতুক প্রদান বা সম্পত্তি অর্পণ করিবার আদেশ দিবার জন্য কোন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) যেক্ষেত্রে কোন বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলা কর্তৃক (২) উপধারা অনুযায়ী কোন আবেদন করা হইয়াছে, সেক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট, যদি তাঁহার প্রতীতি হয় যে,—

(ক) ঐ মহিলার স্বামী যথেষ্ট সঙ্গতিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও ইদ্দত সময়সীমার মধ্যে তাঁহার ও সন্তানগণের জন্য যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায্য সংস্থান করিতে ও ভরণপোষণ প্রদান করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন বা অবহেলা করিয়াছেন ; অথবা

(খ) ঐ মহিলাকে ম্যহ্‌র্‌ বা যৌতুক বাবদ অর্থাংকের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয় নাই বা (১) উপধারার (ঘ) প্রকরণে উল্লিখিত সম্পত্তিসমূহ অর্পণ করা হয় নাই,

তাহা হইলে ম্যাজিস্ট্রেট ঐ বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলাকে, ঐ আবেদন দাখিল করিবার তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে, ঐ মহিলার প্রয়োজন, তাঁহার বিবাহিত জীবনে অনুসৃত জীবনযাত্রার মান, এবং তাঁহার পুর্বতন স্বামীর সঙ্গতি বিবেচনা করিয়া তিনি যেরূপ উপযুক্ত ও যথাযথ বলিয়া নির্ধারিত করিবেন সেরূপ যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায্য সংস্থান ও ভরণপোষণ প্রদান করিতে বা, স্থলানুযায়ী, ঐরূপ ম্যহ্‌র্ বা যৌতুক প্রদান করিতে নির্দেশ দিয়া ঐ মহিলার পূর্বতন স্বামীকে একটি আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন ঃ

তবে, ম্যাজিস্ট্রেট যদি দেখেন যে উক্ত সময়সীমার মধ্যে ঐ আবেদনের নিষ্পত্তি করা কার্যতঃ সম্ভব নহে, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত সময়সীমার পর ঐ আবেদনের নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

(৪) যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে (৩) উপধারা অনুযায়ী আদেশ প্রদান করা হইয়াছে তিনি যদি যথেষ্ট কারণ ছাড়াই ঐ আদেশ পালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে ম্যাজিস্ট্রেট, ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯৭৩-এ (১৯৭৪-এর ২।) জরিমানা উদ্‌গ্রহণ করিবার জন্য ব্যবস্থিত প্রণালীতে, প্রাপ্য ভরণপোষণ বা ম্যহ্‌র্ বা যৌতুক বাবত অর্থপরিমাণ উদ্‌গ্রহণ করিবার জন্য ওয়ারেন্ট প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং ঐ ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনে শুনানীর সুযোগ দেওয়া ও উক্ত সংহিতার বিধানাবলী অনুসারে দণ্ড আরোপিত হওয়া সাপেক্ষে, ঐ ওয়ারেন্ট জারী হইবার পর সমগ্রতঃ বা অংশতঃ অনাদায়ী অর্থপরিমাণের জন্য এক বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাদণ্ডে বা তাহার মধ্যেই ঐ অর্থ শীঘ্রতর আদায় দিলে ঐ আদায় দেওয়া পর্যন্ত কারাদণ্ডে ঐরূপ ব্যক্তিকে দণ্ডিত করিতে পারিবেন।

ভরণপোষণ দিবার আদেশ।

৪। (১) এই আইনের পূর্বগামী বিধানসমূহে, বা তৎকালে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে যাহাই থাকুক না কেন, ম্যাজিস্ট্রেটের যদি প্রতীতি হয় যে কোন বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলা পুনর্বিবাহ করেন নাই এবং তিনি ইদ্দত্ সময়সীমার পর নিজের ভরণপোষণ করিতে অসমর্থ, তাহা হইলে ম্যাজিস্ট্রেট ঐ মহিলার যেসকল আত্মীয় তাঁহার মৃত্যুর পর মুসলমান বিধি অনুসারে তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবেন তাঁহাদিগকে ঐ বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলার প্রয়োজন, তাঁহার বিবাহিত জীবনে অনুসৃত জীবনযাত্রার মান এবং তাঁহাদের সঙ্গতি বিবেচনা করিয়া, তিনি যেরূপ উপযুক্ত ও যথাযথ বলিয়া নির্ধারিত করিয়া দিবেন সেরূপ যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায্য ভরণপোষণ প্রদান করিতে নির্দেশ দিয়া একটি আদেশ দিবেন, এবং ঐ আত্মীয়গণ যে অনুপাতে তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবেন সেই অনুপাতে ও ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার আদেশে যে যে সময়সীমা বিনির্দিষ্ট করিয়া দিবেন তদনুযায়ী ঐরূপ ভরণপোষণ তাঁহাদের দ্বারা প্রদেয় হইবে ঃ

তবে, ঐ বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলার সন্তানাদি থাকিলে, ম্যাজিস্ট্রেট কেবল তাঁহাদিগকেই তাঁহাকে ভরণপোষণ দিবার জন্য আদেশ দিবেন, এবং তাঁহাদের কেহ ভরণপোষণ দিতে অসমর্থ হইলে, ম্যাজিস্ট্রেট ঐ

বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলার পিতামাতাকে তাঁহার ভরণপোষণ দিবার জন্য আদেশ দিবেন :

পরন্তু, যদি পিতামাতার কোন একজন ম্যাজিস্ট্রেটের আদিষ্ট ভরণপোষণ বাবত তাঁহার প্রদেয় অংশ তাঁহার সঙ্গতি না থাকার জন্য দিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার নিকট ঐ অসামর্থ্যের প্রমাণ দাখিল করা হইলে, তাঁহার আদেশ অনুযায়ী ভরণপোষণ বাবত ঐরূপ আত্মীয়ের প্রদেয় অংশ অন্য যে আত্মীয়গণের উহা প্রদান করিবার মত সঙ্গতি আছে বলিয়া তাঁহার মনে হয় তাঁহাদিগকে, তিনি যে অনুপাতে প্রদানের আদেশ দেওয়া উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবেন, সেই অনুপাতে প্রদান করিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

(২) কোন বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলা নিজের ভরণপোষণ করিতে অসমর্থ হইলে এবং তাঁহার (১) উপধারায় যথাবর্ণিত আত্মীয়গণ না থাকিলে অথবা ঐরূপ আত্মীয়গণের বা তাঁহাদের কোন একজনের ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ অনুযায়ী ভরণপোষণ প্রদান করিবার মত যথেষ্ট সঙ্গতি না থাকিলে, অথবা যদি আত্মীয়গণের প্রদেয় অংশ ম্যাজিস্ট্রেট (১) উপধারার দ্বিতীয় অনুবিধি অনুযায়ী অন্য আত্মীয়গণ দ্বারা প্রদেয় হইবে বলিয়া আদেশ দিয়া থাকেন, সেই অন্য আত্মীয়গণেরও ঐরূপ অংশ প্রদান করিবার মত সঙ্গতি না থাকিলে, ম্যাজিস্ট্রেট আদেশ দ্বারা, ওয়াকফ্ আইন, ১৯৫৪-র ৯ ধারা অনুযায়ী অথবা কোন রাজ্যে তৎকালে বলবৎ অন্য কোন বিধি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত এবং উক্ত মহিলা যে অঞ্চলে বসবাস করেন সেই অঞ্চলে কৃত্যরত রাজ্য ওয়াক্ফ পর্ষদকে তিনি (১) উপধারা অনুযায়ী যেরূপ নির্ধারিত করিয়া দিবেন সেরূপ ভরণপোষণ বা, স্থলবিশেষে, যে আত্মীয়গণ তাঁহাদের প্রদেয় অংশ দিতে অসমর্থ তাঁহাদের অংশ তিনি যে যে সময়সীমা ঐ আদেশে বিনির্দিষ্ট করিয়া দিবেন তদনুযায়ী, প্রদান করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন। ১৯৫৪-র ২৯।

১৯৭৪-এর ২ আইনের ১২৫ হইতে ১২৮ ধারার বিধানাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবার ইচ্ছাধিকার।

৫। ৩ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী দাখিলী আবেদনের প্রথম শুনানীর তারিখে কোন বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলা ও তাঁহার পূর্বতন স্বামী, যুক্তভাবে বা পৃথকভাবে, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ফরমে প্রদত্ত এফিডেবিট বা অন্য কোন লিখিত ঘোষণার মাধ্যমে, তাঁহারা ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯৭৩ এর ১২৫ হইতে ১২৮ ধারার বিধানসমূহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে ইচ্ছুক বলিয়া ঘোষণা করিলে, এবং যে আদালতে উক্ত আবেদনের শুনানী চলিতেছে সেখানে ঐরূপ এফিডেভিট বা ঘোষণা দাখিল করিলে ম্যাজিস্ট্রেট তদনুযায়ী ঐ আবেদনের নিষ্পত্তি করিবেন। ১৯৭৪-এর ২।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার প্রয়োজনার্থে, "আবেদনের প্রথম শুনানীর তারিখ" বলিতে উক্ত আবেদনের ক্ষেত্রে যিনি প্রতিবাদী তাঁহাকে উপস্থিত হইতে বলিয়া সমনে যে তারিখ নির্দিষ্ট থাকে সেই তারিখ বুঝাইবে।

নিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষমতা।

৬। (১) কেন্দ্রীয় সরকার এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ কার্যে রূপায়িত করিবার জন্য সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষতঃ এবং পূর্বগামী ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া ঐরূপ নিয়মাবলী দ্বারা,—

(ক) যে ফরমে ৫ ধারা অনুযায়ী এফিডেভিট বা অন্য লিখিত ঘোষণা দাখিল করিতে হইবে তাহার,

(খ) এই আইন অনুযায়ী দাখিলী আবেদনসমূহের নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করিবেন তাহার ও তৎসহ ঐরূপ আবেদনসমূহের পক্ষগণকে নোটিস জারি, ঐরূপ আবেদনসমূহের শুনানীর তারিখ ও অন্যান্য বিষয়ের, এবং

(গ) অন্য যে বিষয় বিহিত করা আবশ্যক বা বিহিত করা যাইতে পারে তাহার

ব্যবস্থা করা যাইবে।

(৩) এই আইন অনুযায়ী প্রণীত প্রত্যেক নিয়ম, প্রণীত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে উহার সত্র চলিতে থাকা-কালে, মোট ত্রিশ দিন সময়সীমার জন্য স্থাপিত হইবে, যে সময়সীমা এক সত্রের অথবা দুই বা ততোধিক আনুক্রমিক সত্রের অন্তর্গত হইতে পারে, এবং যদি পূর্বোক্ত সত্র বা আনুক্রমিক সত্রসমূহের অব্যবহিত পরবর্তী সত্রের অবসানের পূর্বে উভয় সদন ঐ নিয়মের কোন সংপরিবর্তন করিতে একমত হন অথবা উভয় সদন একমত হন যে ঐ নিয়ম প্রণয়ন করা উচিত নহে, তাহা হইলে, উহার পর ঐ নিয়ম কেবল ঐরূপ সংপরিবর্তিত আকারে কার্যকর হইবে বা, স্থলবিশেষে, আদৌ কার্যকর হইবে না ; তবে, অবশ্য, ঐরূপ কোন সংপরিবর্তন বা রদকরণ ঐ নিয়ম অনুযায়ী পূর্বে কৃত কোন কিছুরই সিদ্ধতা ক্ষুণ্ণ করিবে না।

অন্তর্বর্তীকালীন বিধানসমূহ।

১৯৭৪-এর ২।

৭। কোন বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলার দ্বারা ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯৭৩-এর ১২৫ বা ১২৭ ধারা অনুযায়ী দাখিলী, এই আইনের প্রারম্ভে কোন ম্যাজিস্ট্রেটের সমক্ষে বিচারাধীন, প্রত্যেক আবেদন, ঐ সংহিতায় যাহাই থাকুক না কেন তৎসত্ত্বেও এবং এই আইনের ৫ ধারার বিধান সাপেক্ষে, ঐ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক এই আইনের বিধান অনুসারে নিষ্পন্ন হইবে।